ঝিনাইদহের নদী রক্ষায় নিজে কচুরিপানা পরিষ্কার করলেন বিএনপি নেতা মজিদ বিশ্বাস

ঝিনাইদহ শহরের প্রাণ বলা হয় ঐতিহাসিক নবগঙ্গা নদীকে। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে আজকের ঝিনাইদহ শহর। অথচ অবহেলা আর অনাদরে সেই নবগঙ্গা নদীই আজ অস্তিত্ব¡ সংকটে পড়েছে।

পুরো নদী এখন ঘন কচুরিপানায় ঢাকা, পানির ওপর এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। কচুরি পানায় উপরিভাগ ঢাকা থাকায় মাছ অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছে ঠিকমত খাবার পাচ্ছেনা। আর চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নদীর ওপর নির্ভরশীল তীরবর্তী সাধারণ মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে তাদের স্বাভাবিক গোসল ও নিত্যদিনের পানির ব্যবহার।

নদীটির এই করুণ দশা দেখে এবার তা রক্ষায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। কোনো প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নদীকে বাঁচাতে তিনি নিজেই নেমে পড়েছেন নবগঙ্গায়। গত কয়েকদিন ধরে নিজ হাতে পরিষ্কার করছেন মাইলের পর মাইল জমে থাকা কচুরিপানা।

নিজের এই ব্যতিক্রমী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমার শৈশব থেকে শুরু করে আজ ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত এই নদীর সাথেই আমার আত্মিক সম্পর্ক।

আমি দীর্ঘদিন আশায় ছিলাম হয়তো নদীটিকে বাঁচানোর জন্য কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু কাউকে এগিয়ে আসতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়েছি।”

আঃ মজিদ বিশ্বাস, বলেন আমি ভাবকাম সামনে সনাতনধর্ম পুজা অনুষ্ঠিত হবে। এই কচুরিপানা পরিষ্কার না করলে তারা তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবে না। তাই নিজ খরচে নিজ উদ্যোগে আমি কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলাম। গত বছরও আমি এই নদীর কচুরিপানা পরিষ্কার করেছিলাম।

স্থানীয় বাসিন্দারা তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহের পরিবেশ সচেতন মহল মনে করছেন, আব্দুল মজিদ বিশ্বাসের এই উদ্যোগ কেবল নদী পরিষ্কারই কাজ নয়, বরং হারিয়ে যেতে বসা নবগঙ্গা নদীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য একটি বড় সামাজিক বার্তা।

তারা আশা করছেন, তাকে দেখে সমাজের অন্যান্য সামাজিক বান্ধব ও সাধারণ মানুষও পরিবেশ ও নদী রক্ষায় একাত্ম হয়ে এগিয়ে আসবেন।

সার কেলেঙ্কারির মামলায় বিএনপি নেতা কারাগারে

মেহেরপুরে বিএনপির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, আবার একই সঙ্গে জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু সেই নেতার বিরুদ্ধেই উঠেছে সরকারি সার পাচারের অভিযোগ। প্রায় দুই বছর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে ৪৬০ বস্তা সরকারি ডিএপি সারসহ একটি ট্রাক আটকের ঘটনায় পুলিশের দেওয়া চার্জশিটে পাঁচ আসামির একজন তিনি।

দীর্ঘদিন আদালতে হাজির না হওয়ায় জারি হয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। শেষ পর্যন্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করলে জামিন নামঞ্জুর করে তাকে পাঠানো হয় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে। ঘটনাটি ঘিরে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গন ও কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানায় দায়ের হওয়া সরকারি সার পাচারের মামলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মেহেরপুর জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সোহরাব হোসেনসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। বর্তমানে তিনি এ মামলায় গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে রয়েছেন।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গোপালগঞ্জ কোর্ট পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপালগঞ্জ জেলা ও

সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রাজনীতি করার পাশাপাশি আমি নিজেও একজন কৃষক। এবার ছয় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। কিন্তু বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও আমাকে চড়া মূল্যে কালোবাজারিদের কাছ থেকে সার কিনতে হয়েছে। অথচ সদর উপজেলা বিএনপির নেতা এবং সার ব্যবসায়ীদের নেতা হয়েও সোহরাব হোসেন মেহেরপুর জেলার কোটার সার অন্য জেলায় কালোবাজারিতে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। বিষয়টি সত্যিই লজ্জার।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তা রিসিভ হয়নি।

তবে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ বলেন, ‘মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে এ বিষয়ে আমরা এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। কারণ মামলাটি বর্তমান উপজেলা বিএনপির কমিটি গঠনের আগের। তবে এই মামলায় তিনি যদি আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হন, তখন দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সরকারি সার পাচারের অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কৃষকরাও। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের কৃষক আব্দুল মালেক বলেন, ‘মৌসুম এলেই সার নিয়ে সংকট দেখা দেয়। অনেক সময় নির্ধারিত দামে সার পাওয়া যায় না। যদি সরকারি সার এভাবে পাচার হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হই আমরা সাধারণ কৃষকরাই। আমার একটাই দাবি, এ বিষয়ে সরকার যেন কঠোর ব্যবস্থা নেয়।’

একই উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কৃষক নুর ইসলাম বলেন, ‘সারের জন্য আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিলারের দোকানে অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত দামও দিতে হয়। যারা কৃষকের জন্য বরাদ্দ সার পাচার করে, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।’

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘স্পেশাল ট্রাইবুনাল অ্যাক্টের মামলাটি আমি মুকসুদপুর থানায় যোগদান করার আগের। বর্তমানে মামলাটি বিচারিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম চলমান।’

সূত্র: এশিয়া পোস্ট

[redacted]

[redacted]

দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িত সকল আসামিকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার সড়কের পাশে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন গাংনী উপজেলা মানবাধিকার কর্মীরা।

মানবাধিকার কর্মীদের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তার বক্তব্যে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে মুকুলকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণকারী ও তার সহযোগীদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, “মুকুলকে যেভাবে গুলি করা হয়েছে, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ না গড়ে তুলি, তাহলে একের পর এক নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরতে থাকবে। সন্ত্রাসীরা দিন দিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাই সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমাতারা, মানবাধিকার কর্মীসহ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

দর্শনায় আহত দুইজনের পাশে দাড়ালেন বিএনপি নেতা মশিউর

রহমান

দর্শনা রামনগর গ্রামের বিএনপি কর্মী মনিরুজ্জামান রুনু গত সপ্তাহে এক ভয়াবহ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তার মাজা থেকে রানের হাড় ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এই দুঃসময়েও মানবতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান। তিনি নিজ উদ্যোগে রবিবার দুপুরে রুনুর বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোজখবর নেন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এছাড়াও তিনি খোজ নেন দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর এলাকার মোঃ বকুল হোসেনের, যিনি কিছুদিন আগে গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় তার পায়ের হাড় কয়েক টুকরো হয়ে যায় এবং বুকের হাড় ডান পাশে ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। এ সময় আলহাজ্ব মশিউর রহমান বকুলের কাছেও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেন এবং তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

এসময় তিনি বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। রাজনীতি শুধু ক্ষমতার জন্য নয় মানবতার পাশে দাড়ানোর নামই প্রকৃত রাজনীতি। আমরা চাই, সমাজের প্রতিটি মানুষ একে অপরের দুঃসময়ে এগিয়ে আসুক।

উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আরাফাত রহমান, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক লিংকন, ছাত্রনেতা আব্দুর রহিম মুন্না, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মুকিত হোসেন, থানা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহেদ ইসলাম সুজন, কুষকদল নেতা ইসরাফিল হোসেন ও যুবদল নেতা রকি প্রমুখ।

স্থানীয়দের মতে, আলহাজ্ব মশিউর রহমানের এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

[redacted]

[redacted]

ডিলার এনামুল হোসেন আরও বলেন, আমরা স্বল্প পরিমাণে সার বরাদ্দ পেয়েছি। ব্যক্তি সনাক্তের জন্য টোকেনের মাধ্যমে সার দেয়া হচ্ছে। তবে, অন্য ইউনিয়নের কৃষকদের সার দেয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান বলেন, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার সুন্দরভাবে বিতরণ করতেই আমরা টোকেন চালু করেছি। এতে কৃষকদের উপকারই হচ্ছে।

এদিকে ধানখোলা ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানান, এখানে রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় আমরা সার বিতরণে হস্তক্ষেপ করতে পারছি না। এছাড়া ডিলার এনামুল আমাদের সাথে উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছে। চাকরি চলে গেলেও ওই ব্লকের দায়িত্ব নিতে পারবো না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকতা ইমরান হোসেন বলেন, এক ইউনিয়নের ডিলার অন্য ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ করতে পারবেন না। সঠিক ও প্রকৃত কৃষকদের মধ্যেই সার বিতরণ নিশ্চিত করতে ডিলারদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিষয়টি আমরা সর্বত্র মনিটরিং করছি।

মেহেরপুরে চুরির অপবাদে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামে চুরির অপবাদ দিয়ে দুই শিশুকে নির্যাতনে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা সাহাবদ্দিনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সদর থানায় অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগীরা। নির্যাতনের শিকার দুই শিশু হলো আরিফুল ও হৃদয়।

লিখিত অভিযেগে আমেনা খাতুন জানান, সাহাবদ্দিন আমাদের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করে ও নানা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হেনস্ত করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ ডিসেম্বর বিকালে বিবাদী আমার বোনের ছেলে মোঃ আরিফুল (১৪), ও আমার নাতি মোঃ রিদয় (১৩)

কে সন্দেহ বসত ধরে তাদের উপর চুরির মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং বাঁশের মোটা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে জখম কেও এবং বিবাদী আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে জোরপূর্বক চুরির অপবাদটি স্বীকার করে নিতে বলে।

সাহবদ্দিন এভাবে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে শারীরিক নির্যাতন করিতে থাকে। পরবর্তিতে বিবাদী আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে বলে যে, এ নির্যাতনের বিষয়ে যেন কাওকে না জানানো হয়। জানালে তাদেরসহ পরিবারের লোকজনদের মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিয়ে আমার বোনের ছেলে ও আমার নাতিকে ছেড়ে দেয়।

পরে আমরা জানতে পেরে তাদের দুজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসাপাতালে ভর্তি করি।

কোটচাঁদপুর বিএনপি থেকে দুই নেতাকে অব্যহতি প্রদান

কোটচাঁদপুরে বিএনপি থেকে দুই নেতাকে অব্যহতি দিয়েছেন দলটি। তাদের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ,দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতি পরিপন্থী অনৈতিক কার্যকলাপ সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে পৌর বিএনপির দপ্তর সম্পাদক স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় প্রিজন ক্লাবের এক সভা থেকে ওই দুই জনকে অব্যহতি দেয়া হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে বিএনপির থেকে দুই নেতাকে অব্যহতি দিয়েছেন দলটি। যার মধ্যে রয়েছেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির ২ নাম্বার ওয়ার্ডের প্রচার সম্পাদক আকরাম হোসেন ও পৌর শ্রমিক দলের যুগ্ম আহবায়ক মোমিনুর রহমান হীরা।

ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ,দলের নীতি, আদর্শ ও সংহতি পরিপন্থী অনৈতিক কার্যকলাপ সহ একাধিক অভিযোগে রয়েছে। এরপেক্ষিতে মঙ্গলবার রাতে তাদের নিয়ে কোটচাঁদপুর প্রিজন ক্লাবে

জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন দলটি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির দপ্তর সম্পাদক সোলাইমান হোসেন (দুলু)। তিনি বলেন,তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এরপেক্ষিতে মঙ্গলবার রাতে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রিজন ক্লাবে। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোমিনুর রহমান হীরা ও আকরাম হোসেন-কে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ওই সভায় কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল,সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম সহ দলের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন ওই নেতা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল বলেন,ওই দুই নেতার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে একাধিক অভিযোগ ছিল। এরপেক্ষিতে তাদেরকে দল অব্যহতি দেয়া হয়েছে। তবে সেটা জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন তিনি।

গাংনীতে বিএনপি নেতার দোকানের সামনে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও কাফনের কাপড় রেখে প্রাণনাশের হুমকি

গাংনীর গোপালনগর গ্রামের বিএনপি নেতার দোকানের সামনে থেকে দুইটি বোমা সদৃশ্য বস্তু, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও প্রাণনাশের হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে গাংনী উপজেলার গোপালনগর গ্রামের বটতলা মোড় থেকে থানা পুলিশ এগুলো উদ্ধার করে।

জানা গেছে, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বাজারকরা ব্যাগের মধ্যে দুটি বোমা, কাফনের কাপড়ের টুকরো ও একটি চিরকুট রেখে যায় দূর্বৃত্তরা। হাতে লেখা চিরকুটে বিএনপি নেতা রবিউল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে লেখা ‘ ‘রবিল/মরার জন, তৌরি হয়। বোমা ও কাপন, পাঠালাম।‘‘ নিচে তিনটি দাগের মধ্যে দুই বার ‘লাল’ ‘লাল’ লেখা রয়েছে।

সকালে পাশের চা দোকানী আরশাদ আলী প্রথমে এগুলো দেখতে পান। পরে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানার এসআই শিমুল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এগুলো উদ্ধার করেন।

স্থানীয়রা জানান, আরশাদ আলীর দোকানের পাশেই রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলামের মুদি দোকান।

এব্যাপারে গাংনীর রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন করা নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সাথে দ্বন্দের জেরে এগুলো রাখা হতে পারে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পলিশ পাঠিয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তু দুটি পানিতে চুবিয়ে নিষ্ক্রিয় করে থানায় নেওয়া হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালীগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে বিএনপি নেতা হামিদের মতবিনিময়

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন সাবেক প্যানেল মেয়র ও কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ।

আজ শনিবার(৩১ আগষ্ট) সকালে শহরের ফয়লা রোডস্থ বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় হামিদ বলেন, সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে লেখনির মাধ্যমে দেশের মানুষের পাশে থাকেন। আওয়ামী